পৃথক পালঙ্ক

আবুল হাসান

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

সুরাইয়া খানম

কবিতাক্রম

নচিকেতা ০৯
মেধা দূরে ছিলে বুঝতে পারনি ১১
মোরগ ১৩
অন্য অবলোকন ১৪
এইসব মর্মজ্ঞান ১৫
কল্যাণ মাধুরী ১৭
ভিতর বাহির ১৮
অপেক্ষা ২০
আহত আঙুল ২২
নর্তকী ও মুদ্রাসংকট ২৩
মীরা বাঈ ২৪
শৃম্বন্ত ২৫
অপরূপ বাগান ২৭
ধরিত্রী ২৮
অবহেলা করার সময় ২৯
অনেক দিন পর ভালোবাসার কবিতা ৩০
যুগলসন্ধি ৩১
বিচ্ছেদ ৩৩
এক প্রেমিকের কথা ৩৪
কয়লা ৩৫
বিপর্বী ৩৬
সংগমকালীন একটি বৃশ্চিকের মৃত্যু দেখে ৩৭
জরায়ু আমি জরায়ু ছিলাম ৩৮
৩৯ আমি আছি শেষ মদ
৪০ অসহায় মুহূর্ত
৪১ সহবাস
৪২ তুমি
৪৪ বেদনার বংশধর
৪৫ ঝিনুক নীরবে সহো
৪৬ অসুখ
৪৮ রোগশয্যায় বিদেশ থেকে
৪৯ সাদা পোশাকের সেবিকা
৫০ সমুদ্র স্নান
৫১ অন্যরকম বার্লিন
৫৩ স্মৃতিচিহ্ন
৫৫ এই নরকের এই আগুন
৫৬ তুমি রুগ্‌ণ ব্যথিত কুসুম
৫৭ ডোয়ার্ফ
৫৮ এপিটাফ
৫৯ ভালোবাসা
৬০ চাকা
৬১ অপমানিত শহর
৬২ আত্মা চল যাই
৬৪ শেষ মনোহর
৬৫ মৃত্যু, হাসপাতালে হীরকজয়ন্তী
৬৭ বল তারে শান্তি শান্তি
৬৯ সম্পর্ক

নচিকেতা

মারি ও বন্যায় যার মৃত্যু হয় হোক। আমি মরি নাই— শোনো
লেবুর কুঞ্জের শস্যে সংগৃহীত লেবুর আত্মার জিবে জিব রেখে
শিশু যে আস্বাদ আর নারী যে গভীর স্বাদ
সংগোপন শিহরনে পায়—আমি তাই।

নতুন ধানের ঋতু বদলের পালা শেষে
শস্যিতা রৌদ্রের পাশে কিশোরীরা যে পার্বণে আজও হয়
পবিত্র কুমারী শোনো—আমি তাতে আছি!

আর সব যুদ্ধের মৃত্যুর মুখে হঠাৎ হাসির মতো ফুটে ওঠা পদ্মহাঁস
সে আমার গোপন আরাধ্য অভিলাষ!

বহ্নিরচনার দ্বারা বৃক্ষে হয় ফুল;
ফুলে প্রকাশিকা মধুর মৃন্ময় অবদান শোনো,

ঝরনার যে পাহাড়ি বঙ্কিম ছন্দ, কবির শ্লোকের মতো স্বচ্ছ সুধাস্রোত
স্পেনের পর্বত প্রস্তর পথে টগবগে রৌদ্রের যে সুগন্ধি কেশর কাঁপা
কর্ডোভার পথে বেদুইন!
লোর্কার বিষণ্ন জন্ম, মৃত্যু দিয়ে ভরা চাঁদ,
শুধু সবিতার শান্তি–আমি তাই!

হারানো পারের ঘাটে জেলে ডিঙি, জাল তোলা কুচো মাছে
কাঁচালি সৌরভ—শোনো
সেখানে সংগুপ্ত এক নদীর নির্মল ব্রিজে
বিশুদ্ধির বিরল উত্থানের মধ্যে আমি আছি

এ বাংলায় বারবার হাঁসের নরম পায়ে খঞ্জনার লোহার ক্ষরায়
বন্যার খুরের ধারে কেটে ফেলা মৃত্তিকার মলিন কাগজ

মাঝে মাঝে গলিত শুয়োর গন্ধ, ইঁদুরের বালখিল্য ভাড়াটে উৎপাত
অসুস্থতা, অসুস্থতা আর ক্ষত সারা দেশ জুড়ে হাহাকার
ধান বুনলে ধান হয় না, বীজ থেকে পুনরায় পল্লবিত হয় না পারুল
তবুও রয়েছি আজও আমি আছি,
শেষ অঙ্কে প্রবাহিত শোনো তবে আমার বিনাশ নেই,

যুগে যুগে প্রেমিকের চোখের কস্তুরী দৃষ্টি,
প্রেমিকার নত মুখে মধুর যন্ত্রণা,

আমি মরি না, মরি না কেউ কোনোদিন কোনো অস্ত্রে
আমার আত্মাকে দীর্ণ মারতে পারবে না ।

মেধা দূরে ছিলে বুঝতে পারনি

আমার হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে
ফুল তুলতে শিশু কোলে তুলে নিতে
গর্তের ভিতরে সাপ-দেরি হয়ে গেছে!

অলস আমার সব অবোধ বোধের কাছে
হেরে গেছে বারবার পৃথিবীর গতি ও উন্নতি!

তোমার সরল হাতে একটু সরল স্পর্শ
অস্তমিত অভিসার তুলে দেব
হয়তো সূর্যাস্তে গেছি— কী অবোধ!
হঠাৎ হারানো সূর্য বুকে এসে বিঁধেছে আমার
দেরি হয়ে গেছে!

সৃষ্টি এত সৌন্দর্যপ্রধান! সৌন্দর্য এমন ভীরু এমন কুৎসিত!
সাপ, খেলনা, নর্তকী, নদী ও নারী
বনভূমি, ফল সমুদয় বস্তু, শিল্পকলা
এমন সুন্দর তারা, এমন কুৎসিত!

মানুষের যৌনসংগম
মানুষীর যৌনসংগম!
লিঙ্গ
ঘাড়
ঘৃণা
লোভ
সমস্ত মুচড়িয়ে আমি দেখেছি সুন্দর তারা আবার কুৎসিত!

ফলে দেহ ভেঙে পড়ে দেরি হয়ে গেছে
ফুল তুলতে শিশু কোলে তুলে নিতে
দেরি হয়ে গেছে!
শস্যগুচ্ছমানুষের মিলিত উদ্যানে এত

উতরোল আকাঙ্ক্ষাতন্তু,
লোভের ঘৃণার বলি, রক্তদাগ
যৌবনসংগম যুদ্ধ উত্তেজনা,
রাত্রি আর দিন!

সব অভিজ্ঞতা যেন আমার বিলম্ব হেতু
মুছে গেছে মনোভূমি থেকে!
মাটির রঙের কাছে মনীষার আজ তাই নুয়ে বলি :
আমাকে শেখাও ঋতু, শেখাও মৌসুম!

ভিত্তিভূমি : আমাকে শেখাও শিল্প, অভ্যুত্থান নীলিমা সঞ্চারী!
মিস্ত্রির নৈপুণ্যে গড়া হে গভীর সারস শুভ্রতা :
আমাকে শেখাও শির উঁচু উঁচু দালান শহর কৃতি সভ্যতা বিদ্যুৎবিভা,
আমাকে শেখাও!

দেরি হয়ে গেছে বৃক্ষ : পায়ে ধরি :—বল
আমার ক্ষয়িষ্ণু জমি, কোন মহাদেশে গেলে
ফিরে পাবে সুরেলা সবুজ?

কেবল বিলম্বে এত অভিজ্ঞতা মুছে গেছে!
না হলে কি অহংকার আমারও ছিল না?
ছিল তবে তাকে আজও, স্পর্শ করিনি, মেধা
দূরে ছিলে, বুঝতে পারনি ।

মোরগ

ঘুরে ঘুরে নাচিতেছে পণ্ডিতের মতো প্রাণে
রৌদ্রের উঠানে ঐ নাচিতেছে যন্ত্রণার শেষ অভিজ্ঞানে!

পাখা লাল, শরীর সমস্ত ঢাকা লোহুর কার্পেটে!

মাথা কেটে পড়ে আছে, যায় যায়, তবুও নর্তক
উদয়শঙ্কর যেন নাচিতেছে ভারতী মুদ্রায়!

এইমাত্র বিদ্ধ হলো বেদনায় চিকন চাকুর ক্রূরতায়!

এইমাত্র যন্ত্রণায় নাচ তার সিদ্ধ হলো, শিল্পীভূত হলো;
খুনের ঝোরায় তার নৃত্য ভেসে নর্তকের নিদ্রা ফিরে পায়!
শান্ত হয় স্মৃতি স্নায়ু প্রকৃতি ও পরম আকৃতি!

এখন শান্তি শান্তি–অনুভূতি আহত পাখায়
ভেঙে পড়ে আছে পাখি, গৃহস্থের গরিব মোরগ!

একদিকে পুচ্ছ হায়-অন্যদিকে আমার ছায়ায়
মুখ গুঁজে শান্ত ঐ, শান্ত সে সমাহিত, এখন নিহত!!

অন্য অবলোকন

ফিরতে ফিরতে আবার কোথায় ফিরে তাকাব?
শূন্যবিন্দু, স্বশূন্যতায় ফিরে তাকাব?
ফিরতে আমার ইচ্ছে হয় না, চক্ষুচরিত গোল পৃথিবী
তাদের ভিতর এখন শুধু আবর্তিত যুদ্ধ সবার
আবর্তিত অমানবিক আকাঙ্ক্ষা চায়!

ফিরতে আমার ইচ্ছে হয় না; ফিরতে ফিরতে ফিরে তাকাব?
কোথায় অধঃপতন স্রোতে? গলাকাটা লাশ বিপ্লবীদের বুকের ক্ষতে
ফিরে তাকাব? স্বেচ্ছাচারের তরবারিতে ফিরে তাকাব?
ইচ্ছে হয় না! তবুও বড় সাধ বাসনা, ফিরে তাকাই :

প্রভু আমার ফিরে তাকাবার পৃথিবীখানি পাঁচ মিনিটের জন্যে না হয়
ফিরিয়ে দেওয়ার এলাজ কর।
দরগাতলায় মানত দেব—এই দেহখান ধর্মে নেব :
শূন্য থেকে পুণ্য হব। রক্তে ছোঁব রামধনু রং!
প্রভু আমার তবুও যদি জগৎখানি এলাজ কর!

যদি দেখাও দুঃখ দহন, ছায়াপূরণ পথের কোলে চাঁদের তলে শস্য জ্বলে!
বনমোরগের মৃদঙ্গ আর অন্ধকারে বনের বাহার
বড়েগোলামের খেয়াল গাচ্ছে: ফিরে তাকানো এলাজ কর :

চরের সিঁদুর। মায়ের শরীর : সূর্যখোলা বীজের ধনুক
দিগন্তে দূর হাওয়ার ওপার : উড়ে আসার উড়ন্ত ব্রিজ : কার্পাস তুলো
স্বপ্নগুলো এলাজ কর, সর্বসৃষ্টি দ্যুতির মূলে : ফিরে তাকাব!

এইসব মর্মজ্ঞান

স্পর্শ করিনি মমতায়!
তাই ফিরিয়ে দিয়েছে খালি হাতে
ভিক্ষুকের মতো।

কেউ নেয়নি। বৃক্ষ নয়। বনভূমি নয়। ঝরনা
শিথিল জলের নীবিবন্ধ খুলে শুধু বলেছে নিষেধ!
স্পর্শ করিনি তাই 'মা নিষাদ' পক্ষী প্রেমিকার
মাংসে বিঁধে পড়া পীড়নের শেষ তূণ
থামাতে পারিনি।

অগ্নি শুদ্ধ হতে হতে শুদ্ধির সমস্ত
স্বর্গে নরকের আগুন লেগেছে!
স্পর্শ করিনি। তাই রাবণের বংশধর এত বেশি
এত হুলুস্থুল তর্ক গোলাপে গাভিতে

বুঝিনিও। তাই মেঘে ঐরাবত শুঁড় তুলে
প্লাবনের জলের ভিতর মৃত্যু, পিচকিরির মতো
ঢেলে এখন উধাও।

বেশ্যার বেদনাবোধ বুকে ঢেলে কাঁদছে কামুক!

চাঁদের ভিতর এত জ্যোৎস্নার চাঁদোয়া টানা,
তবু নেই খঞ্জনির গান!

সারারাত ভূতের উৎপাত, কবন্ধ গলির কাটা
লাশের উপর যূথচারী বেকারের হু হু কান্না!
এইসব, এইসব, এইসব মর্মজ্ঞান শুধু!

কে তোমাকে বলেছিল এত বৃক্ষ ব্যয় করে
অবশেষে অনল কুসুমে হাত লোভীর মতন রাখতে?
আমাদের শ্রাদ্ধের বাগানে এত সবুজ পাতার
সিংহাসন জুড়ে বসতে কে তোমাকে ডেকেছিল?

উপনিষদের সেই পাখিকেও হার মানালে হে!
কবিদেরও! তাদের রুমালে তোলা অধুনা আলোর শিল্প
তোমার দ্যুতির কাছে বারবার হেরে যায়!
তোমার শুদ্ধির কাছে দেবতার ঋণ বাড়ে
অসুর পালায়!

শুধু এই নষ্ট জমি তোমাতে তোলে না ধর্ম,
শস্যখেত, বৃক্ষভূমি, মাটি ও মৃত্তিকা আজ
মরিতেছে অবক্ষয়ে ঘুণ ধরিতেছে।

কল্যাণ মাধুরী

যদি সে সুগন্ধি শিশি, তবে তাকে নিয়ে যাক অন্য প্রেমিক!
আতরের উষ্ণ ঘ্রাণে একটি মানুষ তবু ফিরে পাবে পুষ্পবোধ পুনঃ
কিছুক্ষণ শুভ্র এক স্নিগ্ধ গন্ধ স্বাস্থ্য ও প্রণয় দেবে তাঁকে।
একটি প্রেমিক খুশি হলে আমি হব নাকি খুব আনন্দিত?

যদি সে পুকুর, এক টলটলে সদ্য খোঁড়া জলের অতল।
চাল ধুয়ে ফিরে যাক, দেহ ধুয়ে শুদ্ধি পাক স্মৃতিরা সবাই।
একটি অপার জাল, জলের ভিতর যদি ফিরে পায় মুগ্ধ মনোতল।
এবং গাছের ছায়া সেইখানে পড়ে, তবে আমি কি খুশি না?

যদি সে চৈত্রের মাঠ-মিলিত ফাটলে কিছু শুকনো পাতা তবে
পাতা কুড়োনিরা এসে নিয়ে যাক অন্য এক উর্বর আগুনে।
ফের সে আসুক ফিরে সেই মাঠে শস্যবীজে, বৃষ্টির ভিতরে।
একটি শুকনো মাঠ যদি ধরে শস্য তবে আমি লাভবান।

যদি সে সন্তানবতী, তবে তার সংসারের শুভ্র অধিকারে
তোমরা সহায় হও, তোমরা কেউ বাধা দিও না হে
শিশুর মুতের ঘ্রাণে মুগ্ধ কাঁথা ভিজুক বিজনে
একটি সংসার যদি সুখী হয়, আমিও তো সুখী

আর যদি সে কিছু নয়, শুধু মারি, শুধু মহামারি!
ভালোবাসা দিতে গিয়ে দেয় শুধু ভুরুর অনল।
তোমরা কেউই আঘাত কর না তাকে আহত কর না।
যদি সে কেবলি বিষ–ক্ষতি নেই— আমি তাকে বানাব অমৃত!

ভিতর বাহির

হয়তো কিছুই নেই, তবু কিছু আছে।

আমার গল্পগুলো অখ্যাত হলেও তারা
দানে, ধ্যানে মোটামুটি সুখী :
আমার কবিতা আজ অভয়ে আসন গাড়ে
মেধা আর মনীষার ভেতরমহলে :

আমার বিন্যাস, ফর্ম, আমার শিল্পের সব ভাঙাচোরা
আর ঐ ঐতিহ্য আড়াল :
জোড়া দাও :
কখনো সে গ্রামীণ চরকার তাঁত : গৃহস্থের গোধূলি মুকুর :

আমার ছায়াকে আমি ভালোবাসি, আর কাউকে নয়,

তাকে তুমি ভাগ কর, ওলটপালট কর বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যতে—
পাবে তুমি শ্যাওলা জলের গন্ধ, লাল মাটি, ফলসা রমণী :
একটি অমর সাদা গাভি, তার ভাস্বর ওলান
যেখানেই থাক, তুমি দেখা পাবে : কাঁদ
তোমার সহিত কাঁদবে আসমুদ্র সাদা দুগ্ধধারা—

যখন শহরে ঢোকে অতিকায় আরশোলা,
যখন বাসনা সব ঢাকা পড়ে বধির লবণে :
অস্থির আজান তোলে মুয়াজ্জিন,
বিশ্বাসের ভিত :
খসে পড়ে পরচুলার মতো :
পা রাখি কেবল পাপে, পায়ে পায়ে কেবল পতন,
স্বপ্নগুলো শিকড়বিহীন :
আর তার পাতাগুলো প্রখর প্রদাহে ঝরে, মরে যায়
লাল নীল সাদা ফুলগুলো :
ডরি না, মরি না

আমার একাকী গান
গেঁথে তুলি জুঁইফুলে অদৃশ্য মালার!
রক্তগুলো
বুটিদের কাশ্মীরি শালের লাল,
বিছিয়ে বিছিয়ে ঢাকি
পাপ আর পাপিষ্ঠ পতন

অশ্রুতে লুকিয়ে ফেলি
আরশোলায় আহত শহর।

আমার না পাওয়াগুলো জোড়া দাও — আছে
সেখানে বিদ্যুৎনকশা রুপোলি জলের :
ধুয়ে দাও ধীরে
আসবে বেরিয়ে এক স্বচ্ছ শহর :
কী ভালো লাগবে হাসিখুশি।

আমার না পাওয়াগুলো জোড়া দাও— আমি
তোমাদের ভালো থাকা হব
সাবানের স্নিগ্ধ ফেনা, সেন্টের সুরভি শিশি,
জন্ম দেব একটি গান, একটি কারখানা,
যা কেবল পবিত্রতা তৈরি করতে পারে!
তোমাদের ভালোবাসা তৈরি করতে পারে।